মূৰ্ছনা
==============================
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূৰ্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==
suman_ahm@yahoo.com

'রাজগীর গেছেন আপনি ? বা ধরুন গিরিডি ? ওখানে দেখবেন জলটা খেলেই চনমনে খিদে পাবে। তারপর মুক্ত বাতাস।'

‘তুমি তো আর আমায় ফোনই করো না। এবার থেকে দেখবে আমিও কিন্তু... না, সিরিয়াসলি বলছি, আমি জানি তোমার কাউকে দরকার নেই। আমি নিজেই বোকার মতো’

‘কী হবে গুরু ? তুমি পাতা ঝরার শব্দ শুনতে পাচ্ছো না ? ওই যে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে হেমন্তের পাতা। সিজনের কথা বলছি না, জানি গুরু, এখন মনে হয় যে কোনো সিজনই হেমন্ত। তাই বলছি। হেমন্ত জানো তো এক কল সারানোর মিস্ত্রিও ছিল। আমাদের ছোটবেলায় সাইকেলে যাতায়াত করত। না, ঢপ না। আমিও ভেবেছি...’ ‘মেল তো করতে বারিস, সৌদিতে গিয়ে মুড কেন চটকেছে আমি জানি না ? ওখানে মদ পাওয়া যায় না বলে ? ধরতে পারলে কেটে দেবে।’

‘অর্পিতা আছে ?’

‘হ্যাঁ, এক মিনিট। না আমার স্ত্রীর প্রেমিক ফোন করেছে। টেলিফোনে। ... অর্পিতা। তোমার ফোন’

‘শিমুলতলায় গেছিলাম কোন ছোটবেলায়। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, বুঝলেন ? দারুণ লেগেছিল ! পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম লাট্টু পাহাড়ের কাছে। এত অন্ধকার’

‘সাতটা সার্কিট খারাপ হয়েছে, তুমি কি এখন বিক্রি করবে ? র‍্যামের দাম আলাদা। আটশো টাকা ধরো’

‘চাইনিজ ফিল্ম। খুব ইন্টারেস্টিং -- চাংকিং এক্সপ্রেস। আমি দেব আপনাকে’

‘সত্যি বলছি আমার এখন শুধু রিগ্রেট হয়, তন্ময়। আমি তো জানি আমি কতদুর যেতে পারতাম। শুধু একটা মানুষের কথা ভেবে, ভালোবাসার কথা হেবে’

‘রেফারিটা হারামি। দুবার রেড কার্ড দেখান। সেকেন্ড বারে তো কোনো মানেই হয় না’

'শুধু সেজন্য নারে। এখানকার লোকগুলোকে আমার ভালো লাগছে না। আই জাস্ট ডোন্ট লাইক দেম। ফালতু কমপ্লিকেশন তৈরি করে'

'আরো আগে তোমার সঙ্গে দেখা হলে ভালো হতো অর্পিতা। কতগুলো জায়গা যে তোমাকে দেখানোর ছিল।

কালীপুখরি থেকে দু'দিন নর্থ-ইস্ট-এ ট্রেক করলেই লামচাং, ষোল হাজার ফুট। উঠলে তো ? দেখবে শুধু ক্যাকটাস'

'হ্যাঁ, ছেলে ভালো আছে। ক্লাস ফোর। একই স্কুল। অর্পিতা মোবাইলে কথা বলছে। আমি ডাকছি। - অর্পিতা, তোমার ফোন, আলো বৌদি'।

'এখন আর ফেলুদার গল্প আমার ভালো লাগলো না। ফেলুদা চরিত্রটাকেই ভালো লাগল না। বড্ড আত্মম্ভরী। অথচ সিনেমাগুলো কিন্তু --'

'হ্যাঁ, বৌদি, আমার মনে আছে। হ্যাঁ, সেন-এ কথা বলছিলাম তাই - হ্যাঁ, আমি ঠিক চলে যাব। রাখিই-ই ? - হ্যাঁ, তন্ময়, হ্যালো, কোথায় গেছিলে ? ও, আচ্ছা। তুমি যে আমার জীবনে কেমন সময়ে এসে হাজির হলে, আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

'বন্ধু, মিতা, চাইবাসা যাবি ?'

'সেখান থেকে একটু নিচে নামলেই হিংকুন্ডা, নেপালের কাছে। ভীষণ ভাবতে ইচ্ছে করে যে ওই বাজারে সন্ধেবেলা আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, কনকনে শীত। একদিকে রাস্তার ধারে পাহাড়ি লোকেরা আগুন জ্বালিয়েছে, নেপালি গান গাইছে গিটার বাজিয়ে'

'শেক্সপিয়র'স লাস্ট প্লেস আর পারমিয়েটেড উইথ আ ডার্ক, ক্রুয়েল, অল-এনভেলাপিং সেন্স ওফ ইভল'

'লেক ক্লাবে চলে আয়। ছাড় তো সালা রিহার্সাল, নৌটাং কি সালা'

'আমার এক ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করছে তন্ময়, তোমার সাথে'

তারপর রাত। তারও পরে আরও রাত। ছেঁড়া ছেঁড়া ছবিওলা ঘুম। তুমি শেষ স্বপ্ন কবে দেখেছ বলো ? কী দেখেছ ? দর্শনা ডেকে নিয়ে গেল দোতলায়। তার স্বামী। তাদের কুকুর। তাদের ছেলে-মেয়ে। দোতলায় পুরোপুরি ওঠার আগেই দর্শনার স্বামী, বাজে দেখতে স্বামী, তোমাকে এত অভ্যর্থনা করল যে ওই ঘোরালো সিঁড়ি ধরে তোমাকে আর উঠতেই হল না। তুমি নেমে এলে। প্রতিশ্রুতি আর সম্ভাবনায় লম্বমান এক বেলুনের মতো তোমার নেমে আসা। এটি নিশ্চিত এক যৌনস্বপ্ন।

আর কী দেখেছো তুমি ? কী কল্পনা করেছো ? ভাব। যতক্ষণ এ-রাত শেষ না হয়, যতক্ষণ না আরো বহু পুঞ্জীভূত রক্তকণা দরবারির সঙ্গে সঙ্গে মিশে সমস্ত আকাশে তোলে অনাদিকালে বিরহবেদনা, যতক্ষণ না মনে হয় এ-গলিটা ঘোর মিছে, ততক্ষণ কী কল্পনা করেছ তুমি ? ওই দ্যাখো সাইলেন্ট মোডে রাখা মোবাইলে জ্বলে উঠলো ডিজিটাল সিগনাল। অর্পিতা আছে ? ঘুমিয়ে আছে আর তুমিও মাতাল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গোপন ফোন করছ বলে ভাবছ অথচ বিছানায় জেগে আছে নিদ্রাহীন রাত। শুকনো চোখ। ভয়। মেরা কেয়া হোগা রে কালিয়া। এখন শুধু রাত্রির অন্যান্য শব্দ। নিশীথরাত্রির প্রাণ থেকে ঝরে পড়ছে বালি। ট্রাক-এ বসে ঘুমন্ত ড্রাইভার। তৈরি হচ্ছে স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ। তোমার সন্তান বড় হয়ে বাবা-মার জেগে থাকার গল্প বলবে। তার মনে পড়ে যাবে সাপ্লায়ারের ট্রাক থেকে বালি ঝরে পড়ার শব্দ। তার শৈশব।

'হ্যালো, অর্পিতা আছে ?'

আজ আমি তাকে ঘৃণা করলাম খুব। এত সকালে আমাকে এই ভাবে তুলে ঘুমন্ত অর্পিতা আছে কিনা কেন জিজ্ঞাসা করছে কেউ ? আমার ঘুম কি দরকারি নয় ? সে এখন কোথায় মর্নিং ওয়াকের নাম করে বৌ-এর চোখে ধুলো দিয়ে এক অজ্ঞাতপরিচয় বুথ থেকে কেন ফোন করে আমায় জাগালো ? আমি কি বলেছি অর্পিতা নেই ? আমি কি আড়ি পেতে আছি এই হন্যমান জীবনে ? এখন আমি কী করি ? কোথায় লুকোই আমার এই প্রবঞ্চনাবোধ ? এক খ্যাটখেটে বাঁশের মতো বলে দিই, তোমার ফোন। অর্পিতা তার নিঃস্বর মোবাইল ফোন দেখে হুড়োমুড়ি ছুটে যায়

ল্যান্ডলাইনের দিকে। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের ঘোরে দর্শনার নির্জন বাড়ির কথা মনে পড়ে।

‘আমোদপুরের রাস্তায় হাঁটছিলাম একা। খুব কনকনে না-হলেও শীত এখনও আছে বোলপুরে। হঠাৎ কয়েকটা মেয়ে --’

‘হ্যালো, হ্যাঁ, অর্পিতা আছে। না। আমার স্ত্রীর প্রেমিক ফোন করেছে। -- অর্পিতা, তোমার ফোন। -- হ্যালো, তো যাই হোক, আমার ভেতরে কোনো প্রেম নেই। এটা বোঝার পরে’

‘আমি কাল দুপুরে দেখা করতে পারি, একটা কন্ডোম রেখো’

‘আমি একটা কুকুরের মতো জীবন কাটাচ্ছি, বিশ্বাস করো। ইন ফ্যাক্ট, দ্য ডগ ইজ মাচ বেটার অফ। সকালে মেয়েকে তুলে, স্কুলে ছেড়ে, পড়ার সময় নেই আমার’

‘হ্যাঁ, সেল-এ চার্জ নেই। কাল অফিসের কান্ডটা নিয়ে তো কথা বলাই হলো না। সত্যিই, কেউ ভেবেছিল প্রেসিডেন্টের মুখের ওপর পানু পাল ওরকম ফুঁসে উঠবে’

‘এখন এখানে এক নিরন্তর মেঘলা দুপুর বন্ধু। মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি রাস্তা, বনে মেঘ মনে মেঘ’

‘আর মুখার্জি তোমার সামনে হিরো হওয়ার জন্য লড়ে গেল অর্পিতা’

‘কতদিন কোথাও যাই না, বুঝলেন। এখান থেকে বেরনো শক্ত। বড় ছেলে এসে হয়ত একদিন বেলুড় মঠ ঘুরিয়ে আনল। দু-র, ওসব ভাল লাগে না’

‘আজ তো শনিবার, বিকেলে দেখা হতেই পারে, অ্যাট লিস্ট দশ মিনিটের জন্য।

আচ্ছা, বাবুই-দের বাড়িতে বসা যায় না ?'

'জানি না। আজ স্বরূপ বাড়িতে থাকতে পারে। ফোন করতে হবে।'

'আমি করতে পারি। প্লিজ, আমার খুব ইচ্ছে করছে'

'না, তার আগে বাড়িতে কথা বলতে হবে। নীরজের কী কাজ আছে জানি না'

'তুমি আমাকে অ্যাভয়েড করছ অর্পিতা'

'তুমি যে কী বলো না তন্ময়। জানো না, এসব দিনগুলোর স্বপ্ন দেখি আমি ? বাট আই হ্যাভ মাই সান টু থিংক অফ। বাড়িতে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু --'

'না। ও কথা বলছে। প্রেমিকের সঙ্গে। ডেকে দেব ? আচ্ছা, কিন্তু এ-কথা কবে শেষ হবে জানি না। সমস্ত চার্জ, সকল ল্যান্ডলাইন পেরিয়ে এই শব্দগুলো চলে যাচ্ছে মহাশূন্যে। আপনি - ও, ছেড়ে দিয়েছে। তুই বল কী বলছিলি। আমাকে ভালবাসিস, সেটা তো ? না রে, আমি সত্যি তোকে মন রাখা কথা বলতে চাই না। না, কাছে কেউ নেই। থাকলেও কিছু এসে যায় না।'

'আমি আপনার জন্য সব কিছু ছেড়ে দিতে রাজি আছি। আপনি ?'

এবার দ্যাখো এসে গেল কী নির্জন দুপুর। সবাই বেরিয়ে গেছে। আমি শুধু বসে আছি আর সব স্মৃতির চচ্চড়ি। দেখতে দেখতে এসে গেল, চলে যাচ্ছে চুয়াল্লিশ বছর। একটা ঘরে থাকি যার কোনো মাথামুন্ডু নেই। আর একটা ঘর একটু দূরে। ওইখানে স্বপ্ন নির্মাণ করা হচ্ছে। ওই ঘরে অর্পিতা থাকে। দুই ঘরের দুই দেয়াল আর মাঝখানে করিডর। সেখানে খেলা করে আমাদের সন্তানেরা। যৌনতা নেই আমাদের মধ্যে আজ। বহু দিন নেই। অনেকের নেই। যে-সব ত্রিশোর্ধ্ব মেয়ে-পুরুষের শপিং মল-এ ঘুরে ঘুরে জেরবার, জিনিস কিনে কিনে লদলদে, স্বপ্ন দেখে দেখে অন্ধ, তাদের মোবাইল বাজছে। মাথা নিচু, সুসজ্জিত বার্তা পাঠাচ্ছে চতুর্দিকে, সাড়া দাও, সাড়া দাও, তারা যেন লাউ। তারা যেন কপি। তারা সবাই আর একবার ফিরে পেতে চায়, হায়,

শরীরের চালিয়াতি। সেই সব দুপুরবেলায় ভাপানো ভাতের মত জেগে ওঠা। আর শিশুরা বাড়িতে খেলছে, পড়ছে, খাচ্ছে এক করিডরে।

নীরজের ফোন আসে। ঘুম আসে। আবার আসেও না। প্রেম আসে না কেন ? কী হবে অনর্থক চেয়ারে ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলে ? কপালে ক্রেটর তৈরি হবে। সেই দাগ থেকে যাবে আজীবন। আর রাতে প্রাণ পায়, জেগে ওঠে সাইবারমায়া। সবুজ আলো। 'আর ইউ দেয়ার ?'

'আছি। আজ এত দেরি ?'

'ওই ... দাদুর সঙ্গে গল্প করছিলাম।'

'ও। আমি ভাবলাম আসবে না।' তারপর কথা লেখা আর শুধু কথা লেখা। ইংরেজিতে, যাতে সম্বোধন ঝাপসা থাকে। দিনের আলোয় যা স্পষ্ট এখন তা চলবে না। এখন এই মাঝরাতের সাইবার-জগতে অজস্র ছায়াখোপ, লাল, নীল আলো। নীরজ থুম হয়ে লিখে যায়। কখন যেন ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। এই পৃথিবীতেও রাগ আছে। সে বোঝে না, বোঝায়। রাগে না, রাগায়। এক সময় সব শেষ করতে হয়। বা পাওয়ার চলে যায় এক সাইবার গোলার্ধে। অন্য গোলার্ধ থেকে অসহায় চিৎকার। কিন্তু এখন তো মধ্য রাত। এখন তো খেলার সব নিয়ম বদলে ফেলতে হবে।

'হ্যালো, এটা কি অর্পিতার নাম্বার ? একটু কথা বলব।'

'না। এখন আমার স্ত্রী তার প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলছে। দেখছি, দাঁড়ান।'

হালকা নীল আলোয় মশারি উড়ছে। ফাঁকা খাটে পড়ে আছে অর্পিতার সেলফোন। অর্পিতা ঘরে নেই। সেলফোনে সবুজ আলো জ্বলছে আর নিভছে। খাটের মধ্যে এক করিডোর। যেখানে ঘুমোচ্ছে সন্তান... সন্তানেরা... সন্তানসমূহ।

||মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত||ই-বুক||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com